তেজপাতা চাষে লাভবান শেফালীবেগমঃ

মসলা জাতীয় ফসল তেজপাতা চাষ করে লাভবান হয়েছেন বিধবা শেফালি বেগম। তিনি নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলার হরিনচড়া ইউনিয়নের হরিনচড়া গ্রামের অধিবাসী মৃত ইনসান আলী এর স্ত্রী এবং শার্প ডোমার শাখার হাম্না হেনা মহিলা সমিতির একজন সদস্য।বহু চড়াই- উৎড়াই পার জীবনের এই অবস্থানে এসেছেন তিনি । হাইস্কুলে পড়া অবস্থায় ১৯৯৫ বিয়ে হয় ক্ষুদ্র কৃষক ইনসান আলীর সাথে।এরপর সুখে- দুঃখে ভালই দিনগুলো কাটছিলো তার ।ইতিমধ্যে দুই ছেলে ও এক মেয়ের মা হন তিনি।হঠাৎ তার মাথায় বাজ পড়ে।২০০৮ সালে স্বামী আকস্মিকভাবে মারা যায়।ছোট ছোট ছেলে-মেয়েকে নিয়ে অথৈ সাগরে পড়েন তিনি।কিভাবে জীবনের বাকি দিনগুলো পাড়ি দিবেন তা ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছিলেন না।অবশেষে কিছুদিন পর মন স্থির হলে সিদ্ধান্তে উপনিত হন যে, স্বামীর রেখে যাওয়া ৫ বিঘা ধানী জমি ও ৫০ শতাংশ উঁচু জমিতে ফসল ফলিয়ে তাকে সংসার চালাতে হবে।এর আগে তিনি প্রতক্ষভাবে কৃষির সাথে জড়িত ছিলেন না,স্বামী সব কিছু সামাল দিত।এখন নিজেই প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় কৃষি কাজ শুরু করলেন।প্রথমে ৫ বিঘা জমিতে ধান, তামাক ,ভূট্টা আবাদ করেন ।উঁচু ৫০ শতাংশ জমিতে হলুদ চাষ করেন।কিন্ত চাষাবাদের আধুনিক পদ্ধতি জানা না থাকায় ফলন ভাল না হওয়ায় লাভের মুখ দেখেননি। ফলে কিছুটা হতাশায় পতিত হন তিনি।এরপর এলাকার ভাল কৃষকের পরামর্শ নিয়ে আবারও ধান,তামাক ,ভুট্টা চাষ করেন তিনি। সময়মত সার,সেচ,আগাছা নিধন ও বালাইনাশক দেওয়াতে এবার কিছু লাভের মুখ দেখলেন। খরচ বাদ দিয়ে ধানে ১২০০০টাকা,তামাকে ২০০০০টাকা ,ভূট্টাতে ২২০০০ টাকা আয় করেন। উচু জমিতে যথারিতি হলুদ চাষ করেন। কিন্ত হলুদের ভাল ফলন না হওয়ায় ও দাম কম থাকায়

মাত্র ৬০০০টাকা পান।ইতিমধ্যে ছেলেমেয়েরা স্কুলে লেখাপড়া করছে।ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ যোগাতে হিমসিম খেতে থাকেন।এভাবেই ফসল চাষে কোন বৎসর লাভের মুখ ,কোন বৎসর ক্ষতির সম্মুখীন হন। এভাবে কয়েক বৎসর পার করেন তিনি।ইতিমধ্যে বড় ছেলে ঢাকায় গার্মেন্টস এ চাকুরি করছে,ছোট ছেলে মটর সাইকেল এর টেকনিশিয়ান হিসাবে কাজ করছে ।এরপর তিনি ১৭/৯/২০১৫ তারিখে হাস্নাহেনা মহিলা সমিতিতে ভর্তি হন ।প্রথম দফা ১০০০০ টাকা ঋন শোধ করে বর্তমানে ১০০০০ টাকা ঋন শোধ করছেন। এসময় সমিতির সাপ্তাহিক মিটিং এ উপস্থিত হয়ে শার্পএর সহঃ কারিগরি কর্মকর্তার সাথে পরিচিত হন।তিনি শেফালি বেগমের সামনে পতিত উঁচু জমিতে তেজপাতা চাষের কারিগরিও আর্থিক সুবিধা তুলে ধরেন। পরপর্তীতে ছেলেদের সাথে আলোচনা করে কৃষি ইউনিটকে জানালে ইউনিটের সহায়তায় ২০১৭ সালের মে মাসে ৫০শতাংশ জমিতে উচ্চফলনশীল তেজপাতা চাষ প্রর্দশনী শুরু করেন।কৃষি ইউনিটের পরামর্শে নিয়মিত সার সেচ ও অন্যান্য পরিচর্যা করেন।ফলে দ্রুত গাছ পাতায় ভরে যায়।এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালে দুই বারসহ এপর্যন্ত মোট ৩ বার তেজপাতা বিক্রয় করেছেন।প্রতিবার পাতা বিক্রয় করে ১৫০০০টাকা হিসাবে ৩ বারে মোট ৪৫০০০ টাকা পেয়েছেন। চারা ক্রয় সার সেচ শ্রমিক ইত্যাদি খরচ বাবৎ এপর্যন্ত ১০০০০টাকা খরচ হয়েছে। ফলে তার নীট লাভ দাড়িয়েছে ৩৫০০০টাকা। তেজপাতা চাষে ঝুকি কম থাকায় এবং বাজারে চাহিদা থাকায় এলাকার অনেকে শেফালি বেগমের মতো তেজপাতা চাষে এগিয়ে আসছে। এখন শেফালি বেগমের সংসারে আর অভাব নেই। ছেলেদের আয় ও ফসলের আয় দিয়ে ভালভাবে সংসারের ভরণ- পোষন চলে যায়। শেফালি বেগম একমাত্র মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে শিক্ষিত মানুষ হিসাবে বড় করবেন – এই আশায় দিন পার করছেন।